ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VIII, No. 1, January 2020 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী
আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞশংসায়িত
বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Scanned by CamScanner

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VIII, No. 1, January 2020 AD

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
[Serial 77 in Group C of UGC-CARE List]

অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)
প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর
প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
প্রফেসর অমিত দে

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Scanned by CamScanner

ITIKOTHA

An interdisciplinary Half Yearly Research Oriented Referred Journal of History in Bengali

ISSN 2320-3447 Itikotha (Print)
Vol. VIII, No. 1, January 2020 AD

© Bangiya Itihas Samiti Kolkata

Website
www.bangiyaitihas.in

E-mail
bangiyaitihas@gmail.com

Price : 200/-

The publication of this journal has been financially supported by the Indian Council of Historical Research.
The responsibility for the facts stated or opinions expressed is entirely of the author and not of the ICHR.

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত

বর্ণ-সংস্থাপন
জয়ন্ত ভট্টাচার্য
নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা

মুদ্রণ
নিম্বার্ক অফসেট
৪এ, পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

গ্রন্থস্বত্ব
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Scanned by CamScanner

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)
প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী (পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)
প্রফেসর সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম
প্রফেসর হোসেনুর রহমান প্রফেসর অলোক রায়
প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রফেসর পবিত্র সরকার
প্রফেসর রজতকান্ত রায় বারিদবরণ ঘোষ প্রফেসর পল্লব সেনগুপ্ত
ড. গৌতম নিয়োগী প্রফেসর সুমিতা চক্রবর্তী
প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ প্রফেসর রণবীর চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক) প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ প্রফেসর অমিত দে

সম্পাদকীয় দপ্তর

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী, ৮বি বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭
দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৮-৪১৯৫

Scanned by CamScanner

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Registration No. S/2L/No. 11071 of 2013-2014
Under West Bengal Registration of Societies Act XXVI of 1961

কার্যনিবাহী সমিতি ২০১৮-২০

পৃষ্ঠপোষক	:	প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী
সভাপতি	:	ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
সহসভাপতি	:	প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ
		প্রফেসর নির্বাণ বসু
		প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়
সহসম্পাদক	:	বিদ্যুৎ সরকার
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. তপতী ভট্টাচার্য
সদস্য	:	ড. সৌমিত্র শ্রীমানী
		ড. অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়
		শুভাশিস ঘোষ
		ড. নীলাংশুশেখর দাস
		ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
		ড. সুভাষ বিশ্বাস
		ড. পলাশ মণ্ডল
		প্রসেনজিৎ মুখার্জী
		অয়ন ব্যানার্জী
		দেবাশীষ পাল
		রাজেশ বিশ্বাস
		অমৃতা শেঠ
		অক্রুর সরদার

Scanned by CamScanner

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. VIII, No. 1, January 2020 AD

সম্পাদকীয় ৯

বিশেষ প্রবন্ধ

প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র: মহাত্মা গান্ধির সূক্ষ্ম-বাস্তুতান্ত্রিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা ১১
মনোশান্ত বিশ্বাস*

প্রবন্ধ

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় গান্ধিবাদী গণ-আন্দোলনের রূপরেখা ও বাংলার জনমানসে তার প্রভাব: সার্ধশতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা ২৮
দেবাশীষ পাল

নৈতিকতার উদ্‌বোধনে ধর্মের ভূমিকা ৬৭
দেবশ্রী ভট্টাচার্য

কোচবিহার রাজ আমলে ঐতিহ্য সংরক্ষণ ভাবনা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ৮১
ঋষিকল্প পাল

লোকগানে প্রতিফলিত জমিদারি শোষণ-নির্যাতন ও প্রতিরোধ আন্দোলন ১১৮
সুরাইয়া আক্তার

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নদিয়া জেলার মৃৎশিল্পে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ) ১৪৮
সন্দীপ বিশ্বাস

বেরুবাড়ি আন্দোলন: দেশবিভাগজনিত সীমানা বিভাজনকেন্দ্রিক একটি সমস্যা ১৬৪
অরুণ ঘোষ

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন (২০১৯): মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনী ফলাফলের একটি পর্যালোচনা ১৮১
অভিজিৎ সাহা

গ্রন্থ সমালোচনা

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাংলার নতুন তথ্য ২০৭
সিদ্ধার্থ গুহ রায়

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 Itikotha) পৃ. ১১-২৭
www.bangiyaitihas.in

বিশেষ প্রবন্ধ

প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র: মহাত্মা গান্ধির সূক্ষ্ম-বাস্তুতান্ত্রিক দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা

মনোশান্ত বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত : ৫ জুলাই ২০১৯ খ্রি., গৃহীত: ১২ অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.)

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের জৈবিক সম্পর্ক একান্তই নিবিড়, অভিন্ন বাস্তুতান্ত্রিক ধারায় লালিত এবং মানবসভ্যতার সঙ্গে তার স্বাভাবিক কার্য-করণের সম্পর্ক বিদ্যমান। কিন্তু শিল্পবিপ্লব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তির ব্যবহারের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ধনতন্ত্রের বিকাশ, বিশ্বায়ন প্রভৃতি মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরাপত্তারক্ষা ও ভোগবাদী আকাঙ্ক্ষাপূরণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাই পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ককে জটিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করে তুলেছে। বাস্তুতান্ত্রিক সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আধুনিক পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনগুলি যে আদর্শ ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে সেখানে মহাত্মা গান্ধির সূক্ষ্ম-বাস্তুতান্ত্রিক দর্শন ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ, প্রকৃতি ও মানবজগৎ সম্পর্কে গান্ধির ভাবনা এবং বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক সম্পর্ককে বিঘ্নিত না করে, গ্রাম-স্বনির্ভরতা, প্রকৃতি-পরিবেশ- প্রাণীজগতের মধ্যে সম-অধিকার, সম-বণ্টন, অভিন্ন আত্মীয়তার আধ্যাত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি, সহজ-সরল, নির্লোভ-ভোগবিমুখ জীবন গ্রহণ করে, প্রকৃতি ও পরিবেশের বন্ধু হওয়ার যে পথের নির্দেশ তিনি করেছিলেন, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় তাঁর সেই সেই সূক্ষ্ম দর্শনের বিভিন্ন দিকগুলি এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ

মহাত্মা গান্ধি, প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র, সূক্ষ্ম-বাস্তুতন্ত্র (Deep-ecology), অহিংসা ও একাত্মবোধ, বিশ্ব-অন্তঃপ্রবতা, অভিন্ন-প্রকৃতি-সত্তা, নিষ্কাম ভোগবিমুখ জীবন।

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail : monosantabiswas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২৮-৬৬
www.bangiyaitihas.in

বিশেষ প্রবন্ধ

বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় গান্ধিবাদী গণ-আন্দোলনের রূপরেখা ও বাংলার জনমানসে তার প্রভাব: সার্ধশতবর্ষের আলোকে ফিরে দেখা

দেবাশীষ পাল*

(প্রাপ্ত : ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি., সংশোধিত: ১৩ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.)

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে উন্মেষ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে হয়েছিল, তা এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির অংশগ্রহণের মাধ্যমে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তাঁর নির্ধারিত পন্থায় ভারতবর্ষ এগিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশবিরোধী গণ-সংগ্রামে। আপামর ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গান্ধি পরিচালিত গণ-আন্দোলনগুলি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে বারংবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন পরিণত হয়েছে এক সর্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে। এক্ষেত্রে সমস্ত বাঙালি মননে গান্ধির রাজনৈতিক দর্শনের রূপরেখাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করেছিল সমকালীন বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি। স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ জনসমাজ মানসিকভাবে গান্ধিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করার প্রেরণা পেয়েছিল সমকালীন বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি থেকে। যারই ফলস্বরূপ বাংলায় গান্ধিবাদী গণ-আন্দোলনগুলি ব্যাপকভাবে সফলতা লাভ করেছিল।

সূচকশব্দ

জাতীয় কংগ্রেস, অহিংস সত্যাগ্রহ, বাংলা সাময়িক পত্রি-পত্রিকা, বাঙালি জনসমাজ, জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলন।

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ।
e-mail : debasispal2015@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৬৭-৮০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

নৈতিকতার উদ্‌বোধনে ধর্মের ভূমিকা

দেবশ্রী ভট্টাচার্য

(প্রাপ্ত: ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি., মানোন্নীত: ১ জুলাই ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

পাশ্চাত্যে Ethics শব্দটি সাধারণত Morality-কে বোঝায়, ভারতীয় জীবনে Ethics-এর প্রতিশব্দ রূপে ধর্ম বোঝাতে কিন্তু 'স্বভাব', 'পরিচয়', 'নিয়ম', 'প্রেরণা', 'প্রাপ্তি' সহ নৈতিকতাকেও বোঝায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সনাতন ভারতীয় জীবনে 'নীতিবিদ্যা' স্বতন্ত্র কোনো শাস্ত্র নয় এবং 'ধর্ম' বলতে সাম্প্রদায়িক 'ধর্ম' বা Religion-কেও বোঝায় না। ভারতীয় জীবনে 'ধর্ম' শব্দের বিভিন্ন অর্থের প্রয়োগ থেকে এটা স্পষ্ট যে সমাজে তথা জনমানসে ধর্মের বিশেষ তাৎপর্য প্রাচীনকালে যেমন ছিল, বর্তমানকালেও তেমনই বিশেষ গুরুত্ব আছে। সনাতন ভারতে জীবনের প্রয়োজন সাধক সকল বস্তুকে জীবননির্বাহের সুবিধার্থে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভারতীয় দর্শনে জীবনের প্রয়োজন সাধক চারটি পুরুষার্থকে আধুনিক মননে বলা যেতে পারে মানুষের শক্তি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, কারণ স্বভাবতই মানুষ ভালো থাকতে চায়। এই ভালো থাকার বা উন্নতির প্রচেষ্টা প্রাথমিক ভাবে জাগতিক, অর্থাৎ লোক ব্যবহারেই শুরু হয়। এই ভালো থাকতে চাওয়া বা সুখের চাহিদাই ভারতীয় দর্শনে সুখ বা অভ্যুদয়; জীবন যতদিন থাকবে ভালো থাকা বা 'আরও ভালো' থাকতে চাওয়ার চাহিদাও ততদিন প্রসঙ্গিক থাকবে। তাই ধর্মের প্রয়োজন সুখ বা অভ্যুদয়ের হেতুরূপে বর্তমান জীবনেও আলোচনার দাবি রাখে। প্রাচীন দর্শনে ধর্মের অর্থ নির্ণয়ের মধ্যে ধর্মের যে পাঁচটি লক্ষণ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ও সংযম—আলোচিত হয়েছে, তার মধ্যেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা

* অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার, দর্শন বিভাগ, টাকী গভঃ কলেজ।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৮১-১১৭
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

কোচবিহার রাজ আমলে ঐতিহ্য সংরক্ষণ ভাবনা: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ঋষিকল্প পাল*

(প্রাপ্ত: ২৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি., মানোন্নীত: ৮ জুলাই ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ঐতিহ্য সংরক্ষণের ভাবনা 'ঐতিহ্য' শিরোনামে সূচিত না হলেও অন্তত অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিমলগ্ন থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষলগ্ন পর্যন্ত পূর্বতন কোচবিহার রাজ্যে সংঘটিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই ভাবনার ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর উন্মেষপর্ব থেকে মধ্যভাগে, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ আগস্ট, কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি পর্যন্ত ঐতিহ্য সংরক্ষণের যে সমস্ত প্রয়াস দেখা যায়, সেগুলি অনেকাংশে বর্তমানের 'হেরিটেজ' বা ঐতিহ্য-ভাবনার সঙ্গে তুলনীয়। প্রায় এই দেড় শতাব্দীব্যাপী কোচবিহারে বিবিধ বিষয়ে যে অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চলেছিল, বর্তমান প্রবন্ধটিতে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

সূচকশব্দ

ঐতিহ্য সংরক্ষণ ভাবনা, হেরিটেজ বা ঐতিহ্য, উপাদান ও অনুসৃত প্রণালী, ইতিহাস সংকলন, পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, পুরাতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহ, সংগ্রহালয়, সংগীত, পল্লীগীতি ও লোকসংস্কৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণী, নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব-ভাষা-সাহিত্য-চর্চা, ভূসংস্থানগত সমীক্ষা, মানচিত্র প্রস্তুতি, নথিপত্র, সংরক্ষণ প্রক্রিয়া।

* ইতিহাস অনুসন্ধানী ও সংগ্রাহক, কোচবিহার আর্কাইভ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।
e-mail : paulrzishikalpa@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১১৮-১৪৭
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

লোকগানে প্রতিফলিত জমিদারি শোষণ-নির্যাতন ও প্রতিরোধ আন্দোলন

সুরাইয়া আক্তার*

(প্রাপ্ত: ৫ জুন ২০১৯ খ্রি., গৃহীত: ২৮ আগস্ট ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

পূর্বতন পূর্ববাংলাকে ভারতের অন্যতম পণ্যভাণ্ডার বলা চলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে সেখানেও জমিদার ব্যবস্থা পাকাপাকি ভাবে প্রোথিত হয় এবং বিদেশি শাসকদের ভাণ্ডারে নিয়মিত খাজনা প্রদানের মাধ্যমে জমিদাররা নিজ নিজ অঞ্চলে প্রায় স্বয়ম্ভু হয়ে ওঠে। কৃষকের অবস্থার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না। লক্ষণীয় বিষয় যে, পূর্ববাংলায় জমিদার-মহাজন শ্রেণির মধ্যে হিন্দুদের যেমন আধিক্য ছিল তেমনি কৃষক-রায়ত শ্রেণিতে ছিল মুসলমানদের। তাই বহুক্ষেত্রে জমিদারের জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার চেষ্টা হত এবং সেই চেষ্টার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসকদের ভূমিকাও ছিল। এই অবস্থায় কৃষককে নিজ নিজ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করতে ও তাদের অধিকারবোধ তৈরি করতে লোককবিদের ভূমিকা ছিল প্রধান। কৃষকরা ছিল দুর্বল, লাঞ্ছিত ও সর্বোপরি অশিক্ষিত। তাদেরকে উজ্জীবিত করতে লোকগানকেই হাতিয়ার করা হয়েছিল।

সূচকশব্দ

লোকগান, কৃষক, জমিদার, রাজস্ব, খাজনা, মহাজন, বিদ্রোহ, ছফির উদ্দিন।

---

* প্রভাষক, ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 Itikotha) পৃ. ১৪৮-১৬৩
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে নদিয়া জেলার মৃৎশিল্পে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের ভূমিকা (১৯৪৭-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ)

সন্দীপ বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত: ২৭ জুলাই ২০১৯ খ্রি., সংশোধিত: ৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সভ্যতার আদিপর্ব থেকে মানবসমাজ তার অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্প চর্চা করে আসছে। এগুলি একদিকে যেমন তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশের মাধ্যম, অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য বস্তুগত প্রয়োজনীয়তাও জোগান দিয়ে আসছে। নদিয়া জেলার মৃৎশিল্পের এরকমই এক পরম্পরাগত ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্যের উৎস নিহিত আছে ইতিহাসের আদিপর্বে। নদিয়া জেলার মৃৎশিল্পে বহিরাগত তত্ত্ব মিশে থাকলেও মৃৎমাধ্যমের এই লোকচর্চা অচিরেই দৈনন্দিন মৃৎপাত্র নির্মাণ পর্যায় থেকে শিল্পস্তরে উন্নীত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের রুচিবোধকে আশ্রয় করেই একসময় মৃৎশিল্পকে কেন্দ্র করে নদিয়া জেলার নাম আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে পৌঁছে গিয়েছিল। অবশ্য একটি সম্প্রদায়, বিশেষত কয়েকটি পরিবারের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও এর পিছনে কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের সূত্রে নদিয়ায় উদ্বাস্তু মানুষের আগমনে জেলার আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনে মৃৎশিল্প পূর্বের রাজানুগ্রহ এবং সরকারি উদ্যোগের অনীহায় মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে মৃৎশিল্প এখন যেন অনেকটাই পূর্বের গৌরব বহনকারী স্থবির ছায়াশিল্প হিসেবে টিকে আছে।

---

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ।
e-mail : sandipbiswasgayeshpur@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 Itikotha) পৃ. ১৬৪-১৮০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

বেরুবাড়ি আন্দোলন: দেশবিভাগজনিত সীমানা বিভাজনকেন্দ্রিক একটি সমস্যা

অরুণ ঘোষ*

(প্রাপ্ত: ১৬ জুলাই ২০১৯ খ্রি., গৃহীত: ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে দেশবিভাগজনিত উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাবলির মধ্যে অন্যতম একটি সমস্যা হল বেরুবাড়ি সমস্যা। বেরুবাড়িতে উদ্ভূত এই সমস্যার মূলে ছিল স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের দেশবিভাগ সম্পর্কিত সীমান্তের বাঁটোয়ারা নীতি এবং বিভাজন। তিনি এবং বাংলার সীমানা বিভাজন সংক্রান্ত কমিটি সীমানা বণ্টন করতে গিয়ে জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়ন নং ১২-কে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, অথচ তাঁদের দ্বারা তৈরি মানচিত্রে তারা এই অঞ্চলটিকে পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এই সীমানা সংক্রান্ত বিতর্কের দরুন পাকিস্তান বেরুবাড়ি ইউনিয়নের একটি অংশ দাবি করেছিল। উক্ত সমস্যাবলি সৃষ্টির পিছনে আরও একটি ঘটনা কাজ করেছিল। সেটি হল, বিংশ শতাব্দীর ৩০-এর দশকে প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের সুবিধার্থে জলপাইগুড়ির বোদা থানার কিছু অংশ জলপাইগুড়ির কোতয়ালি থানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক পুনর্গঠন হয়ে গেলেও এই অঞ্চলগুলি বোদা থানার মানচিত্র থেকে সরানো হয়নি। যেহেতু বোদা থানা পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, সেই জন্যই বেরুবাড়ির সমস্যার সূচনা হয়েছিল।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম পাকিস্তান কর্তৃক দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়ন নং ১২-র ওপর দাবি করা হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজ।
e-mail : arunghosh76@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৮১-২০৬
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন (২০১৯): মুর্শিদাবাদ জেলার নির্বাচনী ফলাফলের একটি পর্যালোচনা

অভিজিৎ সাহা*

(প্রাপ্ত: ৮ জুলাই ২০১৯ খ্রি., গৃহীত: ১২ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সপ্তদশ জাতীয় লোকসভা নির্বাচনের (২০১৯) পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফলকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফলকে বিশ্লেষণ করার জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি ও মাপকাঠি অনুসরণ করা দরকার, আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত মাপকাঠিগুলিকে যতটা সম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হল, প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে জেলার রাজনৈতিক বিন্যাসকে উপলব্ধি করা এবং এই নির্বাচনী ফলাফল যদি জেলার রাজনৈতিক বিন্যাসে কোনোরূপ মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আনতে সমর্থ হয়, তাহলে সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের ঝোঁকটিকেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করা। মূলত চারটি অংশে বিভক্ত করে প্রবন্ধটি আলোচিত হয়েছে। এগুলি হল—(ক) সর্বভারতীয় লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে জেলার নির্বাচনী ফলাফলকে পর্যালোচনা করা; (খ) পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাচনী ফলাফলকে বিশ্লেষণ করা; (গ) উক্ত নির্বাচনে জেলার স্থানীয় ও নিজস্ব রাজনৈতিক সমীকরণ কতখানি ক্রিয়াশীল ছিল তার ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা; (ঘ) সাম্প্রতিক নির্বাচনী ফলাফল জেলার রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোনোরূপ পরিবর্তন আনতে পেরেছে কিনা—সেটাও পর্যালোচনার মধ্যে রাখা হয়েছে। সবশেষে, উপরোক্ত মাত্রাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে জেলার নির্বাচনী ফলাফলগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া।
e-mail : avijit.avijit.saha023@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২০ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২০৭-২১১
www.bangiyaitihas.in

গ্রন্থ সমালোচনা

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ বাংলার নতুন তথ্য

সিদ্ধার্থ গুহ রায়*

(প্রাপ্ত: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.)

শ্রম-ইতিহাস চর্চায় নির্বাণ বসু একটি পরিচিত নাম। প্রায় চার দশক ধরে বাংলার শ্রমিকশ্রেণির ইতিহাস ও শ্রমিক আন্দোলন সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা পাঠককে ঋদ্ধ করেছে। তা ছাড়া, দীর্ঘ সময় ধরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রম-ইতিহাস (labour history) পড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রমিক ইতিহাসের ওপর তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত *অনুসন্ধান শ্রমিক ইতিহাস* নামক সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রম-ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর নবতম সংযোজন।

এই গ্রন্থের সময়কাল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের দশক, অর্থাৎ ১৯৩৭-৪৭। বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর প্রেক্ষিত বিচার করে বলা যায়, রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত ১৯৪০-এর দশক ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'উত্তাল দশক' (turbulent decade) হিসেবে স্বীকৃত। ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় সরকার নির্বাচিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলায় এসেছিল ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টির সরকার। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস সরকারগুলির শ্রমিকবিরোধী ভূমিকা ছিল স্পষ্ট। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যখন আসামের ডিগবয় তেল কারখানার শ্রমিকরা ৬ মাস ব্যাপী ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন, তখন আসামের কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী এন. সি. বরদলুই

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিবেকানন্দ কলেজ, বেহালা।
e-mail : sidhu.gray@gmail.com

Scanned by CamScanner

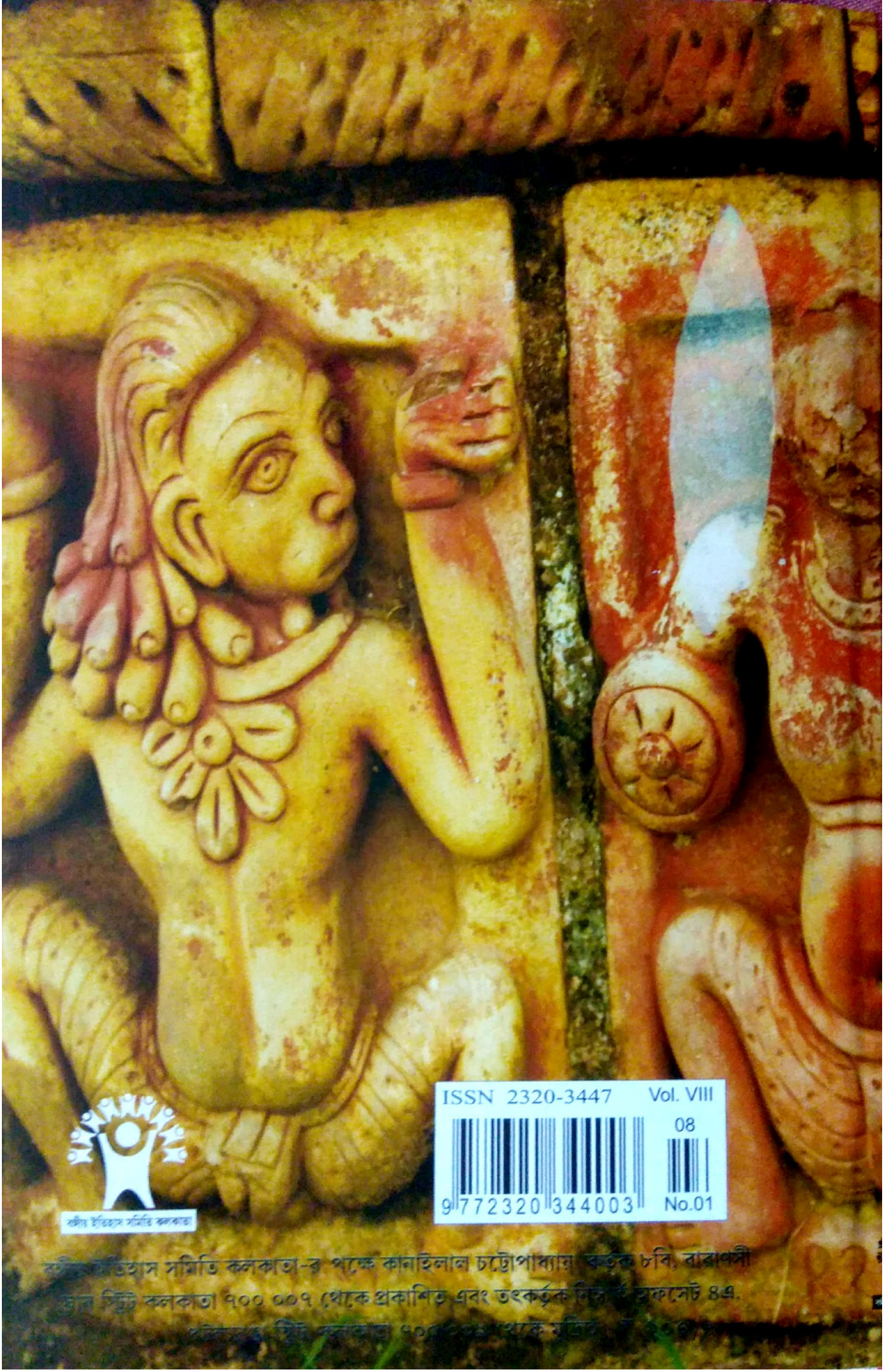

ISSN 2320-3447 Vol. VIII
08
9 772320 344003 No.01

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

[illegible] ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৮বি, বারাণসী
[illegible] স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক [illegible] অফসেট ৪এ,
[illegible] স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ [illegible] থেকে মুদ্রিত [illegible]